মেহেরপুরের ৯ নং ওয়ার্ডে অ্যাড. কামরুল হাসানের গণসংযোগ

মেহেরপুরের ৯ নং ওয়ার্ডে জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে এক গণসংযোগ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার বিকেলে এ গণসংযোগে তিনি স্থানীয় জনগণের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং বিএনপ’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত রাষ্টকাঠামো মেরামতের ৩১ দফা দাবি সম্বলিত লিফলেট বিতরণ করেন।

গণসংযোগে আরও উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র সাবেক সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু, জেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, জেলা শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদের সভাপতি আলিফ আরাফাত, সদর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক লিয়াকত আলি, জেলা যুবদলের সদস্য মেহেদী হাসান রোলেক্স, বিএনপি নেতা নাহিদসহ ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডের নেতাকর্মী ও সহযোগী অঙ্গসংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ।

মেহেরপুরে বিএনপি’র গণসংযোগ ও পথসভা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মেহেরপুরে গণসংযোগ ও পথসভা করেছে বিএনপি। গতকাল সোমবার বিকেলে সদর উপজেলার মনোহরপুর গ্রামে কেন্দ্রীয় বিএনপি’র নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুণের নেতৃত্বে গণসংযোগ ও পথসভা করা হয়।

উজুলপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ থেকে একটি মিছিল বের হয়ে মনোহরপুর গ্রামের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়। এর আগে সেখানে পথসভা করা হয়। পথসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, কেন্দ্রীয় বিএনপি’র নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুণ।

তিনি বলেন, মানুষের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিএনপি ১৭ বছর লড়াই সংগ্রাম করেছে। প্রয়োজনে আবারো করবে। এ দেশ শহীদ জিয়া পরিবারের হাতেই নিরাপদ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, পৌর বিএনপি’র সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, জেলা বিএনপি’র সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্টো, জেলা ছাত্রদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আলমগীর হোসেন, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আহমেদ রাজিব খান প্রমুখ।

মেহেরপুরের সিংহাটিতে তুলার মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সদরের পূর্ব সিংহাটি গ্রামে পরিকল্পিত উপায়ে তুলা চাষ বাড়াতে চাষীদের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে।গতকাল সোমবার বিকেল ৪ টায় বারাদী ইউনিয়নের পূর্বপাড়া সিংহাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক তুলা উন্নয়ন বোর্ডের আয়োজনে ও মেহেরপুর সদর ইউনিটের সহযোগিতায় এবং রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে অনুষ্ঠিত মাঠ দিবসে প্রধান অতিথি ছিলেন, চুয়াডাঙ্গার প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা সেন দেবাশীষ। বিশেষ অতিথি ছিলেন, সুপ্রিম সীড এর প্রতিনিধি হুমায়ন আহমেদ।

বারাদী ইউনিয়নের ৩০ জন তুলা চাষীদের নিয়ে মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে তুলা ফসলের ফলন বৃদ্ধির উপায় সম্পর্কে

বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোকপাত করেন।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বারাদী অফিসের কটন ইউনিট অফিসার জাকারিয়া ইকবাল।

মেহেরপুরে আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশনের স্মারকলিপি প্রদান

বেসরকারি এমপিওভুক্ত স্কুল, কারিগরি ও মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীদের বাড়িভাড়া, বেতন, বোনাস এবং চিকিৎসা ভাতা প্রদানের দাবিতে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচি পালন করেছে বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশন, মেহেরপুর জেলা শাখা।

সোমবার (২০ অক্টোবর) বেলা ১১টার দিকে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন শেষে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। শিক্ষক নেতারা জেলা প্রশাসকের হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশনের সভাপতি মোহাম্মদ আল আমিন ইসলাম (বকুল), মমিনপুর বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ জাবারুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক হাসানুজ্জামান, সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষক পরিষদের সভাপতি মো. আইয়ুব আলী, গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষক পরিষদের সভাপতি মো. মমিনুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ মনজুরুল হাসান টুটুল, গাংনী উপজেলা কিন্ডারগার্টেন শিক্ষক পরিষদের সভাপতি মনোয়ার হোসেন, কলেজ শিক্ষক পরিষদের সভাপতি আরিফুল ইসলাম, কারিগরি শিক্ষক পরিষদের সভাপতি আমজাদ হোসেন, পৌর মাধ্যমিক শিক্ষক পরিষদের সভাপতি রফিকুল ইসলাম, অধ্যক্ষ ড. এমদাদুল হক (করমদি কলেজ), এবং মাদ্রাসা শিক্ষক পরিষদের প্রতিনিধি মোহাম্মদ সালেমন প্রমুখ।

এছাড়াও মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন উপজেলার শিক্ষক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ৪৫% বাড়িভাড়া, ১০০% বোনাস, ১৫০০ টাকা চিকিৎসা ভাতা, এমপিওভুক্তকরণ, অবসরকালীন ভাতা ও কল্যাণ তহবিলের পাওনা আদায়সহ দ্রুত বেতন পরিশোধের ব্যবস্থা করতে হবে।

তারা সরকারের প্রতি এসব দাবিগুলো দ্রুত বাস্তবায়নের আহ্বান জানান।

নরমাল ডেলিভারিকে উৎসাহ দিতে মেহেরপুরে ডিসির উপহার বিতরণ

মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে নরমাল ডেলিভারির মাধ্যমে জন্ম নেওয়া এক নবজাতক কন্যাশিশুর মাকে উপহার ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম।

আজ সোমবার দুপুরে জেলা প্রশাসক নিজে মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে গিয়ে নবজাতকের মা শান্তনা খাতুনের হাতে উপহার সামগ্রী তুলে দেন। শান্তনা মেহেরপুর শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের নতুনপাড়ার রাসেল হোসেনের স্ত্রী।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, আজ সোমবার সকালে শান্তনা খাতুন চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে নরমাল ডেলিভারির মাধ্যমে একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। খবর পেয়ে জেলা প্রশাসক হাসপাতাল পরিদর্শনে এসে নবজাতক ও তার মায়ের খোঁজখবর নেন এবং ফুল ও উপহার সামগ্রী তুলে দেন।

এ সময় জেলা প্রশাসক নবজাতকের নাম রাখেন সারা বিনতে রাসেল এবং তাৎক্ষণিকভাবে শিশুটির জন্মনিবন্ধন সনদ মায়ের হাতে তুলে দেন।

ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম বলেন, সরকারি হাসপাতালে নরমাল ডেলিভারিকে উৎসাহিত করতে আমরা এই উদ্যোগ নিয়েছি। ভবিষ্যতে যেসব মা নরমাল ডেলিভারি করবেন, তাদের সবাইকে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করা হবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল

ইসলাম, জেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উপপরিচালক আব্দুস সাত্তার, সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আঞ্জুমান আর, সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা, সহকারী কমিশনার শেখ তৌহিদুল কবীর, এবং মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের মেডিকেল অফিসার ডা. রুমানা হেলালি জুশি।

মেহেরপুরে রোগাক্রান্ত গরুর মাংস বিক্রি, কসাইকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরে রোগাক্রান্ত গরুর মাংস বিক্রির অভিযোগে এক কসাইকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। দণ্ডপ্রাপ্ত কসাই হলেন সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামের মৃত নয়মুদ্দীন খানের ছেলে শরিফুল ইসলাম।

সোমবার সকালে সদর উপজেলার কুলবাড়িয়া বাজারে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকার নেতৃত্বে এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়।

জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ও নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক মো. তারিকুল ইসলাম জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায়, কুলবাড়িয়া বাজারে একটি রোগাক্রান্ত গরু জবাই করে মাংস বিক্রি করা হচ্ছে। পরবর্তীতে সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলামের নির্দেশে সেখানে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে ঘটনাস্থলে অসুস্থ গরুর মাংস বিক্রির সত্যতা পাওয়া যায়।

পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত ঘটনাস্থলেই তাকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। একই সঙ্গে জব্দ করা মাংস কেরোসিন ঢেলে মাটিতে পুঁতে ধ্বংস করা হয়।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

‘বিষ’ চাষের প্রস্তুতি মহাসমারোহে

নিল রঙের নেট দিয়ে একটি জমিকে ঘিরে তার মধ্যে ছোট ছোট বীজতলা, বীজতলার পাশে বিভিন্ন ধরণের সবজি ও ফুলের গাছ ।

সামনের দিকে প্রবেশের জন্য সুন্দর একটি ফটক। দুর থেকে একটি সুন্দর আয়োজন মনে হলেও ভয়ঙ্কর অসুন্দর আয়োজনের প্রস্তুতি চলছে বিষ চাষ অর্থাৎ তামাকের চারা উৎপাদনের জন্য। পুরো জেলা জুড়ে এ চিত্র প্রায় শতাধিক।

মেহেরপুর শহর ছেড়ে কাথুলী সড়কের বিভিন্ন স্থানসহ জেলার বিভিন্ন স্থানে এমন ভয়ঙ্কর প্রস্তুতি মহাসমারোহে চলছে তামাকের চারা উৎপাদন প্রক্রিয়ায়। এ সড়কের মোনাহারপুর কবরস্থান থেকে কুলবাড়িয়া ইটভাটা মাত্র আধা কিলোমিটারের মধ্যেই এ ধরণের বীজতলা তৈরি করা হয়েছে ৬টি। এর মধ্যে বৃটিশ আমেরিকান টোব্যকোর (বিএটি) ৩টি, আবুল খায়ের গ্রুপের ২টি এবং জাপান টোব্যকো ইন্ডাস্ট্রিজের ১টি। তামাক কোম্পানীগুলোর লোভনীয় ফাঁদে পড়ে সাধারণ কৃষকরাই ঝুঁকছেন এ বিষ চাষে। এক মাস ১০ দিনের এ বীজতলা থেকে চারা উৎপাদনের পর সেগুলো হাজার হাজার বিঘা জমিতে চাষ করা হবে। চোখের সামনে ভয়ঙ্কর এ আয়োজন যেন চলছে বছরের পর বছর।

মেহেরপুর জেলায় গত বছর ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তামাক চাষ হয়েছে ৯৭৫ হেক্টর অর্থাৎ ৭ হাজার ৩১২ বিঘা জমিতে। তামাকের আবাদ এবছর আরও সম্প্রসারণ করতে ইতিমধ্যে তামাকের চারা উৎপাদনের জন্য এ বীজতলাগুলো তৈরির কাজ শুরু হয়েছে।
তামাকের এ আগ্রাসনের ফলে সবজি উৎপাদনের জেলায় প্রতিনিয়ত সবজি উৎপাদন ব্যহত হচ্ছে। তামাক চাষের ফলে আবাদি জমির উর্বরতা শক্তি হারিয়ে যাচ্ছে। তামাক উৎপাদনের সাথে জড়িত নারী-শিশুসহ বয়স্ক মানুষজন বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এ জেলার ঘরে ঘরে ফুসফুস, শ্বাসকষ্টসহ ক্যান্সারের মত মরণব্যাধি দেখা দেবে। এত কিছু জানার পরও তামাক কোম্পানীর গুলোর লোভনীয় ফাঁদে পড়ে কিছু অর্থনৈতিক সুবিধা পেতে সাধারণ কৃষকরা তামাক আবাদে ঝুঁকে সবজি উৎপাদনের জমিগুলোর উর্বরতা নষ্ট করছেন।

জেলায় কয়েকটি তামাক ক্রয়ের কোম্পানি আছে। এগুলোর মধ্যে বৃটিশ-আমেরিকান টোব্যাকো, জাপান টোব্যাকো, আবুল খায়ের টোব্যাকো কৃষকদের বিভিন্নভাবে প্রণোদনা দিয়ে থাকে। এই কোম্পানিগুলোর এলাকাভিত্তিক নিজস্ব তামাক চাষীদের তালিকা আছে। এক্ষেত্রে প্রতিটি কোম্পানির আলাদাভাবে তালিকা থাকে। সেই তালিকা ধরে প্রণোদনা হিসেবে বিনামূল্যে বীজ, ঋণ হিসেবে বাজারদরে সার, কীটনাশক (যা তামাক ক্রয়ের পরে মূল্যের সঙ্গে পরবর্তীতে সমন্বয় করা হয়) এবং নগদ টাকাও ঋণ দেয়। এগুলো দিয়েই শেষ না বীজতলা থেকে যাতে কাঙ্খিত চারা উৎপাদন হয় এবং চাষ করা হয় সে পর্যন্ত তদারকি করে থাকের কোম্পানীর প্রতিনিধিরা।

গতকাল রবিবার সকালে মেহেরপুর-কাথুলী সড়কের মোনাহারপুর মাঠে বিএটির তত্ত্বাবধানে একটি বীজতলার তৈরির কাজ করছিলেন কয়েকজন কৃষক। তাাঁদের সাথে কথা বলা জানা গেছে, ৮ থেকে ১০ জন কৃষক মিলে এক বিঘার একটি বীজতলা তৈরি করেছেন। যা থেকে যে চারা উৎপাদন হবে তা প্রায় দেড়শ বিঘা জমির তামাক আবাদ করা যাবে।

বীজতলার মালিক মো: হিরো বলেন, তাঁদের এ বীজতলাটি তৈরি করতে প্রায় এক লাখ টাকা খরচ হয়েছে। নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে তারপর অন্য কৃষকদের কাছে চারা বিক্রি করবেন। বীজতলা তৈরির জন্য বিএটি থেকে নেট, বীজ ও কীটনাশক দিয়েছেন ঋণ হিসেবে পরে তামাক বিক্রয়ের সময়ে সেখান থেকে টাকা কেটে নেই।

হিরো আরও বলেন, তামাক চাষ করে খুব বেশি লাভ হয় না। তবু তামাক কোম্পানীগুলোর পিড়াপিড়াতে করতে হয়।

কথা হয় তামাক চাষী উজুলপুর গ্রামের আবু হানিফের সাথে। তিনি বলেন, আমার সাড়ে তিন একর জমির চাষ করার কার্ড রয়েছে। গত বছর ১০ বিঘা জমিতে চাষ করেছি। ভালো লাভ হয়নি। চাষিদের লজ্জা নেই, তাই লস হলেও করি। এবার কতবিঘা চাষ করবো এখনো বলা যাচ্ছে না। তিনি বলেন, কোম্পানীর কার্ড থাকায় তামাক বিক্রি করে টাকা পেতে সমস্যা হয়না বলে আবু হানিফ জানান।

একই গ্রামের মঈনদ্দিন নামের আরেক কৃষক বলেন, তামাক চাষ করলে ক্ষতি হয়। তামাক জ্বালানোর সময় শরীর জ্বরে, চুলকায় এবং শ্বাষকষ্ট হয়। গত বছর দুই বিঘা তামাকের চাষ করলেও এ বছর না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এচাষে শরীরের ক্ষতি ছাড়াও জমিরও অনেক ক্ষতি হয়।

মিনারুল ইসলাম নামের আরেক কৃষক বলেন, এক বিঘা তামাক চাষ করতে ৭/৮ বস্তা সার লাগে। বেশি লাগে ড্যাপ (ডিএপি) সার। তামাক কোম্পানী থেকে শুধু এসওপি সার দেয় বাকি সার বাজার থেকেই কিনতে হয়।

বীজতলা পরিচর্যার দেখভাল করছিলেন বৃটিশ আমেরিকান টোব্যকো বিএটির লিফ ম্যানেজার তানভির হোসেন, মেহেরপুরে মোট কতটি বীজতলা করা হয়েছে এবং কি পরিমাণ জমিতে তামাক চাষ করার লক্ষ্যমাত্রা আছে তা তিনি জানাতে অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, জার্মিনেশনের উপর ভিত্তি করে তামাক চাষের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। বীজগুলো যাতে ভালোভাবে জার্মিনেশন হয়

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সূত্র মতে, মেহেরপুর জেলায় ৯৭৫ হেক্টর জমিতে গত বছর তামাকের চাষ হয়েছে। জেলায় মোট আবাদি জমি রয়েছে ৫৮ হাজার ৫০৭ হেক্টর।

কৃষি অফিসের তথ্য মতে প্রতি বিঘা জমিতে জমিতে তামাক চাষ করতে ৪০ কেজি ইউরিয়া, ৫০ কেজি ডিএপি, ৫০ কেজি এসওপি, ১ কেজি দস্তা ও আধা কেজি বোরণ প্রয়োজন হয়।

কিন্তু কৃষকদের তথ্যমতে প্রতিবিঘা জমিতে ৭/৮ বস্তা সার লাগে। বেশি লাগে ডিএপি সার। তামাক চাষ করার জন্য তামাক কোম্পানীগুলো শুধুমাত্র এসওপি সার সরবরাহ করে। বাকি সারগুলো সাধারণ খুচরা সার ডিলার ও সার ব্যবসায়ীদের কাছে থেকে সংগ্রহ করেন চাষীরা। কৃষি বিভাগ থেকে তামাকের জন্য কোন সার বরাদ্দ না থাকলেও কৃষকরা বিভিন্ন ফসলের নাম করে তামাকের সার সংগ্রহ করেন। যার ফলে প্রতিবছর তামাক মৌসুম শুরু হওয়ার আগে সারের কৃত্রিম সঙ্কট সৃষ্টি হয়।

মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপ-পরিচালক জেসমিন ফেরদৌস বলেন, তামাকচাষে নিরুৎসাহীত করতে কৃষকদের নিয়ে প্রশিক্ষণ, উঠান বৈঠক ও লিফলেট বিতরণ করা হচ্ছে। তামাকে বিপরীতে পেঁপের চাষ করতে উদ্ধুদ্ধ করা হয়েছে। আশা করছি গতবছরের তুলনায় এবছর কিছু হলেও তামাকের চাষ কমবে।

সার সঙ্কটের বিষয়ে তিনি বলেন, চাষীরা প্রয়োজনের তুলনায় জমিতে অধিক সার ব্যবহার করেন। তাঁরা মনে করেন বেশি সার ব্যবহার করলে ফলন ভালো হয়। তবে আমরা এবছর অতিরিক্ত সারের চাহিদা পাঠিয়েছি।

মেহেরপুরের কুতুবপুরে অ্যাড. কামরুল হাসানের গণসংযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের সুবিদপুর গ্রামে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে এক গণসংযোগ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রোববার বিকেলে এ গণসংযোগে তিনি স্থানীয় জনগণের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা দাবি সম্বলিত লিফলেট বিতরণ করেন।

গণসংযোগে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি অধ্যাপক ফায়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, সুবিদপুর ৮ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি কেনেডি, জেলা শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদের সভাপতি আলিফ আরাফাত, সদর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক লিয়াকত আলি, জেলা যুবদলের সদস্য মেহেদী হাসান রোলেক্স, বিএনপি নেতা নাহিদসহ ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডের নেতাকর্মী ও সহযোগী অঙ্গসংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ।

মেহেরপুরের পাটকেলপোতায় জামায়াতের গণসংযোগ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে সদর উপজেলার বারাদি ইউনিয়নের পাটকেল পোতা গ্রামে গণসংযোগ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার বিকাল ৫টার দিকে পাটকেল পোতা গ্রামের প্রধান সড়ক

ও দোকানপাটে এ গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী জেলা আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের প্রার্থী মাওলানা তাজউদ্দিন খান। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি ইকবাল হুসাইন, মেহেরপুর সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, উপজেলার সেক্রেটারী ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাষ্টার, মেহেরপুর শ্রমিক ফেডারেশনের সদরের সভাপতি আবুল হোসেন, বারাদি ইউনিয়নের আমির মাওলানা আছাদুল ইসলাম, সেক্রেটারি আব্দুর রাজ্জাক, পাটকেল পোতা ওয়ার্ড সভাপতি মাওলানা ফরিদউদ্দিন সহ বারাদি ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গণসংযোগ কর্মসূচিতে আসন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জনসম্পৃক্ততা বাড়ানো এবং দলীয় প্রার্থীর পক্ষে সর্বাত্মক সমর্থন প্রদানের আহ্বান জানানো হয়।